সংবাদ

তারিখ 0 8 DEC 2006
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

এবার শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্রও ফাঁস!

মাত্র কয়েকদিন আগে প্রশ্নপত্র ফাঁস ও নানা অনিয়মের অভিযোগে এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষার ভর্তি প্র
উচ্চ আদালত কর্তৃক ৬ সপ্তাহের জন্য স্থগিত ঘোষিত হয়েছে। এরই মধ্যে আবার সরকারি প্রা
বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ উঠেছে। গত ১ ডিসেম্বর সারাদেশে সর
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়; কিন্তু ৩০ নভেম্বর রাতেই দেশের বিভিন্ন
পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পাওয়া গেছে। অনেক স্থানে আবার ভুয়া প্রশ্নপত্রেরও প্রমাণ পাওয়া গেছে। এসব
প্রশ্নপত্র বিক্রি করে একশ্রেণীর প্রতারক লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেছে। পরীক্ষার আগের রাতে হাতে
এবং ফটোকপি করা প্রশ্নপত্রের প্রতিটি কপি ৫শ' থেকে ৫ হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে বলে জানি
সহযোগী একটি দৈনিক।

গত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষার প্রশ্নপ
প্রায় সব পাবলিক পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ উঠেছিল। শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই নয়, সুর
কর্মকমিশনের অধীনে অনুষ্ঠিত সবক'টি বিসিএস পরীক্ষারও প্রশ্নপত্র ফাঁস করা হয়েছে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের
ওই সরকারের দলীয় লোকজনের সম্পৃক্ততার বিষয়টি তথ্য-প্রমাণসহ সংবাদপত্রে তুলে ধরা হলেও
সরকার এ ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নেয়নি।

প্রশ্নপত্র ফাঁসের মাধ্যমে একদিকে দলীয় ক্যাডারদের অবৈধ উপায়ে বিপুল অর্থ উপার্জনের সুযোগ
দেয়া হয়েছে, অন্যদিকে দলীয় নেতাকর্মী সমর্থকদের ভাল ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি এবং সর
চাকরিতে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। এর ফলে যোগ্য শিক্ষার্থী বা চাকরি প্রার্থীরাই শুধু বঞ্চিত হচ্ছে না, এ
সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দেশের ভবিষ্যৎও। পাবলিক পরীক্ষায় নকল ঠেকানোকে গত সরকার নিজেদের সফ
বলে দাবি করলেও, আসল ঘটনা হচ্ছে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে গেলে তো আর নকলের প্রয়োজনই হয় না।
নকল বন্ধ করার জন্য প্রশ্নপত্র ফাঁসের ব্যবস্থা করলে পরীক্ষায় পাসের হার হয়তো বাড়বে, কিন্তু কখনই প্র
শিক্ষা নিশ্চিত করা যাবে না। এতদিন ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটেছে, এখন শি
নিয়োগের পরীক্ষায়ও প্রশ্নপত্র ফাঁসের কাণ্ড শুরু হয়ে গেছে। এভাবে উত্তীর্ণ শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের কত
উপযুক্ত পাঠদান নিশ্চিত করতে পারবেন, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময়কার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ধারাবাহিকতা এখনও অব্যাহত আ
আমরা আশা করব তত্ত্বাবধায়ক সরকার কালবিলম্ব না করে প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরু
কঠোর ব্যবস্থা নেবেন। প্রাথমিক শিক্ষার মতো মৌলিক ক্ষেত্রে শিক্ষকতা নিয়ে এ ধরনের অসাধু
কোনভাবেই মেনে নেয়া যায় না। পয়লা ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়ে
পরীক্ষা বাতিল করে যোগ্য প্রার্থী নিয়োগের সুবিধার্থে স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ
ব্যবস্থা নিতে হবে। কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ বিবেচনা করে বিষয়টি নিয়ে টালবাহানা কাম্য নয়